অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস

শুক্রবারের সমকাল

সমকাল

৩০ ডিসেম্বর ২০২২
১৫ পৌষ ১৪২৯ | ৫ জমাদিউস সানি ১৪৪৪

ডাইভের অভিনয়ে তিরস্কার ১৪ | মামুন রশীদের নিবন্ধ অর্থনীতিতে আসছে আরও চ্যালেঞ্জ ৪ | যে স্কুলের সব ছাত্রী কিশোরী মা ৮ | রিজার্ভ থেকে এক বছরে বিক্রি ১৩ বিলিয়ন ডলার ১২

মূল কাগজের সঙ্গে ৩২ পৃষ্ঠার ম্যাগাজিন

রেজি. নং ডিএ ৪০৬৪ | বর্ষ ১৮ সংখ্যা ২৭৪ | নগর সংস্করণ | ৪৮ পৃষ্ঠা | ১২ টাকা www.samakal.com TheDailySamakal samakaltw

ছুটির দিন সাধারণ দিন সমান

তরিকুল ইসলাম

২৪ ডিসেম্বর সমকালে 'ছুটির দিনে সড়কে ঝরল ১৫ প্রাণ' শিরোনামে একটি সংবাদ পড়লাম। এমন সংবাদ প্রতিদিনই সব দৈনিকে প্রকাশিত হচ্ছে। প্রতিনিয়ত সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যাচ্ছে যানবাহনের চালক-যাত্রী। বাদ যাচ্ছে না পথচারীও। সড়কে চলতে গিয়ে দুর্ঘটনায় পড়ে লাশ হয়ে ফিরতে হচ্ছে অনেককে। কোনোভাবেই সড়কে মৃত্যুর মিছিল থামছে না। বরং সড়কে বেপরোয়া গতির গাড়িচাপা ও ধাক্কায় পথচারীর মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে। যানবাহনের অতিরিক্ত গতি, মাদক গ্রহণ করে গাড়ি চালানো, সড়কের সাইন-মার্কিং-জেব্রা ক্রসিং চালক ও পথচারীদের না মানার প্রবণতাকে বড় কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ ছাড়া যথাস্থানে সঠিকভাবে ফুট ওভারব্রিজ নির্মাণ না করা এবং ব্যবহারোপযোগী না থাকা, রাস্তায় হাঁটা ও পারাপারের সময় মোবাইল ফোনে কথা বলা, হেডফোনে গান শোনা, চ্যাট করা, সড়ক ঘেঁষে বসতবাড়ি নির্মাণ ও সড়কের ওপর হাটবাজার গড়ে ওঠায় পথচারী নিহতের ঘটনা বাড়ছে।

জানা গেছে, ঢাকাসহ সারাদেশের সড়কেই বাড়ছে মোটরসাইকেলের সংখ্যা। এদিকে রাইড শেয়ারিংয়ে মোটর সাইকেলের ব্যবহারও দিন দিন বাড়ছে। ফলে ঢাকার অনেক রাস্তাই থাকে তাদের দখলে। বেপরোয়া গতিতে যানবাহন চালানোয় সড়কপথে দুর্ঘটনা বাড়লেও অধিকাংশ মহাসড়কে যানবাহনের গতি পরিমাপক যন্ত্রের ব্যবহার নেই। এ সুযোগে

ছুটির দিনে সড়কে ঝরল ১৫ প্রাণ

চালকরা একটু ফাঁকা পেলেই বেপরোয়া গতিতে চালাচ্ছে যানবাহন। এতেই বাড়ছে দুর্ঘটনার সংখ্যা। কোনো কোনো সময় নির্দিষ্ট স্থানে গতি পরিমাপক যন্ত্র বসানোর পর দু-একটি যানবাহনের চালকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পরপরই তা অন্য চালকরা জেনে যায়। এ কারণে তারা ওই স্থানে আসার আগেই যানবাহনের গতি কমিয়ে দেয়। আবার স্থানটি পার হওয়ার পরপরই গতি বাড়িয়ে দেয়। এ কারণে শুধু গতি পরিমাপক যন্ত্র দিয়ে গতিরোধ সম্ভব হচ্ছে না।

দুর্ঘটনা রোধ করতে সড়কে বিশৃঙ্খলা কমাতে হবে। এতে যে ধরনের পরিকল্পনা করার কথা এবং যে আইনের বাস্তবায়ন দরকার, তা না করে সড়কে বিশৃঙ্খলা বাড়ানো হচ্ছে। ফলে দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে আসছে না। সড়কে বিশৃঙ্খলা তৈরি করার অন্যতম উপাদান ছোট ছোট যানবাহন। এর মধ্যে অন্যতম মোটরসাইকেল। এসব বাহন সড়কে ঝুঁকি তৈরি করছে। এ থেকে পরিত্রাণে সব যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। সড়ক নিরাপদ করতে সুশৃঙ্খল করার কোনো বিকল্প নেই।

সড়ক দুর্ঘটনা কমাতে কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে– সড়কে অতিরিক্ত গতিতে যানবাহন না চালানো; মাদক গ্রহণ করে যানবাহন না চালানো; দুর্ঘটনাপ্রবণ সড়ক-মহাসড়কে সিসি ক্যামেরা স্থাপন; সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮ কঠোরভাবে বাস্তবায়ন; জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কের পাশ থেকে হাটবাজার অপসারণ; ফুটপাত দখলমুক্ত করা; দেশের সড়ক-মহাসড়কে রোড সাইন (ট্রাফিক চিহ্ন) স্থাপন ও জেব্রা ক্রসিং অঙ্কন; গণপরিবহন চালকদের পেশাগত প্রশিক্ষণ ও নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা; পথচারী ও গণপরিবহনবান্ধব সড়ক পরিবহন বিধিমালা প্রণয়ন এসব বিষয় বাস্তবায়িত হলেই দুর্ঘটনা অনেক কমে আসবে।

■ ঢাকা

Link:
https://samakal.com/opinion/article/2212148758/%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8